

প্রাথমিক বিদ্যালয় : নড়বড়ে খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে ছোট দু'টি চালা

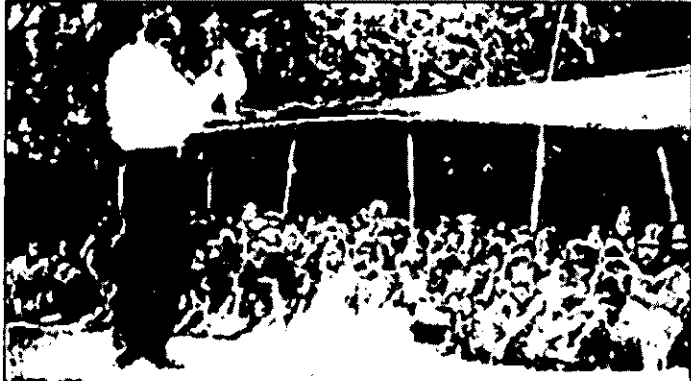
□ ভূয়া ছাত্রছাত্রীর হিসাব দেখিয়ে উপবৃত্তি আত্মসাৎ

ভারাকাসা (ময়মনসিংহ) থেকে এম.এ. কপিল সরকার।
জমি নেই, ফুলগৃহ থাকা না থাকা সমান। নেই কোন চেয়ার,
টেবিল বেঞ্চ। শিক্ষক ক্লাস করেন দাঁড়িয়ে। ছাত্রছাত্রীরা বসে,
ছেঁড়া চট বা মাটিতে। একটি খোপ-জালের মধ্যে কয়েক
পাতা টিন বাঁশের নড়বড়ে খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ও
পাশের নেই, শুধু জঙ্গলের ধারে বেড়া। অথচ ফুলটি অনুমোদন
লাভ করেছে বহু আগেই। প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম দাঁড়িয়ে
ক্লাস নিচ্ছেন। তার নিছকের বসার চেয়ার টেবিল পর্যন্ত নেই।
৪ শিক্ষকের ও জনকে ২১শে মে দুপুর ১ ঘটিকায় ফুলে পাওয়া
যায়নি। বিদ্যালয়টির নাম পিঠা সূতা রেজি. বেসরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গৃহের
জায়গাসহ মাত্র ৪ শতাংশ জায়গা
পতিত পাওয়া গেছে। শিশু-কিশোর
ছাত্রছাত্রীদের খেলা করার স্থানও নেই।
ফুলের নামে যে জমির কথা বলা
হয়েছে, তাতে ফসল দেখা গেছে।
আকাশে মেঘ দেখলে খুঁটির ঘণ্টা বেজে
ওঠে। ওই বিদ্যালয়ের ১শ' ৭ জন
ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তির টাকা দেয়া
হচ্ছে। ৪০% হারের হিসেবে
ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন প্রায় ৩শ'। কিন্তু
বিদ্যালয় দেড়-দু'শ' ছাত্রছাত্রী
পড়াশোনা করে বলে জানালেন
এলাকাবাসী। ফুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত
ভূয়া ছাত্রছাত্রীর হিসেব দেখিয়ে প্রকৃত
অর্থে বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও বিত্তশালী
সব ছাত্রের নামে উপবৃত্তি নিয়ে

আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

এদিকে মাইগোয়া রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
অবস্থাও তীব্র। ভূয়া জমির দলিলে ফুলটির অনুমোদন নেয়া
হলেও সম্প্রতি তা ফাস হয়ে পড়ে। এ নিয়ে মামলা চলছে।
এডিপির অর্গে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণকাজ শুরু হলে এ জাল-
জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ে।

ফলে কাজ বন্ধ রয়েছে। ইতোপূর্বে এডিপির আওতায় ওই
বিদ্যালয়ে টিন সরবরাহের জন্য ৩০ হাজার টাকা দেয়া হলে
প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান টিন না কিনে এ অর্থ আত্মসাৎ
করেছেন।



ভারাকাসা (ময়মনসিংহ) : নড়বড়ে ক'খানা বাঁশের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে পিঠাসূতা রেজি.
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'টি চালা। ক্লাস নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক -সংবাদ